ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——§ • §——

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠঃ বর্গঃ।

• • •

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তে চারিটি মাত্র ঋক্ আছে। সূক্তের ছন্দ—অনুষ্টুপ। ঋষি—প্রস্কণ্ব। সূক্তটী উষাদেবতার অর্চ্চনা-বিষয়ক।

এই সূক্তের প্রচলিত অর্থে, এক প্রথম ঋকেই, উষার দ্বিবিধ বাহনের বিষয় প্রখ্যাত হয়। তিনি ঘোটকে আরোহণ করিয়াও যজ্ঞস্থলে আগমন করেন; আবার অরুণবর্ণ গাভীসকলও তাঁহার বাহনের কার্য্য করে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, উষা শোভনাঙ্গবিশিষ্ট রথে আকাশের উপরে অবস্থিতি করেন। তৃতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে, উষাই মনুষ্যগণকে ও পশুগণকে কর্ম্মবিশিষ্ট করেন, আর তাঁহারই প্রভাবে পক্ষিগণ আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে। এই ঋকে উষার একটি বিশেষণ আছে—'অর্জ্জুনি'। তাহা হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ এই উষাদেবতার সহিত পাশ্চাত্যদেশের অনেক প্রাচীন দেবদেবীর সম্বন্ধ সূচনা করিয়া থাকেন।

---

* উষার এই 'অর্জ্জুনি' নাম হইতে গ্রীকদিগের আর্গোস্ (Argos) ও আর্কেডিয়া (Arcadia) দেবী-দ্বয়ের সহিত উষার সম্বন্ধ-সূচনা করা হয়। (Cox—Mythology of Aryan Nations—Vol. I.—Ch. X) ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'ইন্দো-আরিয়ান্' গ্রন্থে (Rajendra Lal Mittra's 'Indo-Aryans'—Vol. II) উষার নাম-সম্বন্ধে গ্রীস্-দেশের কতকগুলি দেবীর সাদৃশ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি;—"The heroine of the stories must be the Dawn, aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig-Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, and Saranyu, and all these names reappear among

চতুর্থ ঋকের প্রচলিত অর্থে 'কণ্বপুত্রগণ আপনাকে অর্চ্চনা করেন' এতৎপ্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে। তাহাতে এবং "গীর্ভিঃ কণ্বাঃ" পদদ্বয়ে, কণ্ববংশীয়গণ স্তোত্রমন্ত্র রচনা করিয়া উষাদেবীর উপাসনা করিতেন এবং মন্ত্রোচ্চারণকারীও মন্ত্ররচনা করিয়া উপাসনা করিতেছেন,—এই ভাব প্রকাশ পায়; এবং তদনুসারে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সকল ভাবই তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। তদনুসরণে সুধিগণ মন্ত্রার্থের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া দেখিবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। উষা দেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ।

উষস্য স্তুতৌ আগ্নেষ্টুভে ছন্দসি বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।

বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহং ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। ভদ্রেভিঃ। আ। গহি। দিবঃ। চিৎ। রোচনাৎ। অধি।

বহন্তু। অরুণহপ্সবঃ। উপঃ। ত্বা। সোমিনঃ। গৃহং ॥ ১ ॥

---

the Greeks as Argyn ris, Briseis, Daphne, Eos, Helen, and Erinys." এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে সকলেই উষা বলিতে উষাকালকেই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সহিত ঐখানেই পার্থক্য ঘটিয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ভদ্রেভিঃ' (শোভনৈঃ মার্গৈঃ) 'রোচনাৎ' (দীপ্যমানাৎ) 'দিবঃ' (স্বর্লোকাৎ, সর্ব্বলোকাৎ, সত্ত্বভাবাধারসমীপাৎ) 'অধি' (সমীপে, অস্মচ্চকাশে) 'চিৎ' (নিশ্চিতং, নিরন্তরং) 'আ-গহি' (আগচ্ছ); হে দেবি! 'অরুণপ্সবঃ' (সত্ত্বভাবপায়িনঃ সম্বৃত্তয়ঃ, জ্ঞানালোকসেবিনঃ সত্ত্বভাবাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমিনঃ' (ভক্তস্য, অর্চ্চকস্য) 'গৃহং' (হৃদয়ং) 'উপ বহন্তু' (প্রাপয়ন্তু। হে দেবি! ভগবৎসকাশাদাগত্য অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতো ভব। ইত্যেবং কামনা। ভাব ভাবঃ॥ (১ম-৪৯সূ—১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ পথ দিয়া দীপ্যমান্ স্বর্লোক হইতে (সত্ত্বভাবাধার ভগবান্ হইতে) আমাদিগের নিকটে সর্ব্বদা আগমন করুন। হে দেবি! আমাদিগের সত্ত্বভাবপায়ী সম্বৃত্তিসমূহ (জ্ঞানালোকসেবী সদ্ভাবনিচয়) আপনাকে এই অর্চ্চনাকারীর হৃদয়ে বহন করিয়া আনুক। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! ভগবৎসকাশ হইতে আগমনপূর্ব্বক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।')॥ (১ম—৪৯সূ—১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। উষোদেবতে ভদ্রেভির্ভেদনীয়ৈঃ শোভনৈর্ম্মার্গৈর্দিবোঽন্তরিক্ষলোকাৎ রোচনাদ্রোচমানাদ্দীপ্যমানাৎ। অধরূপর্য্যর্থঃ। উপরিবর্ত্তমানাৎ। চিদিতি পূজার্থঃ। পূজিতাদেবম্বিধাদন্তরিক্ষলোকাদাগহি। আগচ্ছ। হে উষঃ। অরুণপ্সবোঽরুণবর্ণা গাবঃ সোমিনং সোমযুক্তস্য যজমানস্য গৃহং দেবযজনরূপং যজ্ঞগৃহং ত্বাং ত্বামুপবহন্তু। প্রাপয়ন্তু॥

গহি। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। হেরপিত্বেন ঙিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। অতো হেরিতি লুক্ ন ভবতি। অসিদ্ধবদত্রা ভাদিত্যনু-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষদেবতে! আপনি সুন্দরমার্গযুক্ত, দীপ্যমান্ ও ঊর্দ্ধদেশে বিদ্যমান্ এবং পূজিত, এবম্বিধ অন্তরিক্ষলোক হইতে আগমন করুন। হে উষঃ! অরুণবর্ণ গোসমূহ আপনাকে সোমরসযুক্ত যজমানের দেবযজন-রূপ যজ্ঞগৃহে বহন করুক।

গহি। গম ধাতুর 'লোট' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপের' লুক্ হইয়াছে। 'হি' প্রত্যয়টী প'কার 'ইৎ' নহে বলিয়া 'ঙিত্ত্ব' প্রযুক্ত 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে অনুনাসিক বর্ণের লোপ হইয়াছে। এই হেতু 'হি'র লোপ হয় নাই।

সাসিকলোপস্যাসিদ্ধত্বাৎ। রোচনাৎ। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেভ্যশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। যোরনাদেশে চিত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অরুণপ্সবঃ। প্স ভক্ষণে। প্সান্তি ভক্ষয়ন্তি স্তনং পিবন্তীতি প্স বা বৎসাঃ। ঔণাদিকঃ কুপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। অরুণাঃ প্সবো যাসাং তাস্তথোক্তাঃ। অত্র বৎসানামরুণপ্রতিপাদনান্মাতৃণামপি তথাত্বং গম্যতে। পৈতৃকমখা অনুহরন্তে মাতৃকং গাবোঽনুহরন্ত ইতি গোনর্দীয়ঃ। তাসাং চোষোবাহনত্বং নিঘণ্টাবুক্তং। অরুণ্যো গাব উষসামিতি। অরুণশব্দোঽর্ত্তেশ্চেত্যুনন্ প্রত্যয়ান্তঃ। তৃণাখ্যায়াং চিৎ। উ০ ৩।৫৯। ইত্যন্তশ্চিদত্যনুবৃত্তেরন্তোদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন শিষ্যতে॥ (১ম-৪৯সূ-১ঋ)॥

প্রথম (৫৮২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত তিনটি পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথম,—"ভদ্রেভিঃ" পদ। এই পদের অর্থ কেহ 'ঘোটক' করিয়াছেন; কেহ বা 'শোভনমার্গ' অর্থ পরিগ্রহ করেন। আমরা ঐ পদে 'সৎকর্ম্মরূপ-পথ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ভদ্র' শব্দের অর্থ—শুভ, মঙ্গল, সৌভাগ্য। শুভ হয়, মঙ্গল হয়, সৌভাগ্য আসে,—এমন পথ সংসারে কি আছে? সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানই কি সেই পথ

'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ' এই নিয়মানুসারে অনুনাসিক লোপের 'অসিদ্ধত্ব' হইয়াছে। রোচনাৎ। দীপ্ত্যর্থক রুচ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনুদাত্তেভ্যশ্চ হলাদেঃ' এই নিয়মানুসারে যুচ্ হইয়াছে। 'যু'র স্থানে 'অন' আদেশ-বিষয়ে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অরুণপ্সবঃ। ভক্ষণার্থক 'প্স' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'প্সান্তি' অর্থাৎ ভক্ষণ করে স্তন পান করে—এই অর্থে 'প্সব' শব্দে বৎসকে বুঝায়। ঔণাদিক 'কু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'আতো লোপঃ ইটি চ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। অরুণবর্ণ হইয়াছে 'প্সু' বৎস যাহার—এই বাক্যে 'অরুণপ্সব' পদ হইয়াছে। এই স্থলে বৎসগণের অরুণবর্ণ প্রতিপাদন-হেতু মাতৃগণেরও অরুণবর্ণের অবগতি হইতেছে। অশ্ব পৈতৃক গুণানুসরণ করে এবং গোসমূহ মাতৃগণের অনুসরণ করে। তদনুসারে 'গোনর্দীয়ঃ' পদ সিদ্ধ হয়। গোসমূহের উষাবাহনত্ব নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। অরুণবর্ণ গোসমূহ উষার—এই বাক্যে অরুণ-শব্দের উত্তর 'অর্ত্তেশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'উনন্' প্রত্যয় হয়। 'তৃণাখ্যায়াং চিৎ' (উ০ ৩।৫৯) এই সূত্রানুসারে 'চিৎ' এই অনুবৃত্তি-হেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। তাহাই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রযুক্ত অবশিষ্ট আছে। (১ম-৪৯সূ-১ঋ)॥

নহে? সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ শুভফল মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়াই জ্ঞানোন্মেষ হয়। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সেই পথ দিয়াই মনুষ্যের হৃদয়ে আগমন করেন। এ ভাব পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছি। এ বিষয়ে এখানে আর বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় পদ—"দিবঃ"। ঐ পদে সত্ত্বভাবের আধার-স্থান বুঝাইয়া থাকে। সে বিষয়ও পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। "রোচনাৎ" পদ উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। সত্ত্বভাব যে চিরজ্যোতিষ্মান্, এখানে তাহাই বুঝা যায়। তৃতীয় পদ—"অরুণপ্সবঃ"। সায়ণ ঐ পদের প্রতিবাক্য 'বৎসাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতেই গাভীর সম্বন্ধ আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি যে 'বৎসাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ দেখাইয়াছেন, ভক্ষণার্থক 'প্স' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন বৎসগণ দুগ্ধ-পান করে, এই জন্যই "অরুণপ্সবঃ" পদে গোবৎসগণকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতে গাভীগণের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এখানে গাভীর দুগ্ধপান সংক্রান্ত কোনও পদই নাই। আছে—"অরুণপ্সবঃ"। অরুণ-পদে সূর্য্যকে বুঝায়, জ্যোতিকে বুঝায়, কিরণকে বুঝায়। সে পক্ষে জ্ঞানাধার সূর্য্যের রশ্মি গ্রহণ—জ্ঞান-রশ্মিপান অর্থই সঙ্গত হয়। যাঁহারা জ্ঞানরশ্মিপায়ী, যাঁহারা সত্ত্বভাবে বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞানময়ী দেবীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন। জ্ঞান-সাহায্যেই প্রজ্ঞান অধিগত হয়; আলোক-সাহায্যেই আলোককে দেখিতে পাই। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। "সোমিনঃ" পদ যে ভক্তের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, "সোমিনঃ গৃহং" বলিতে যে 'ভক্তের হৃদয়কেই' বুঝাইয়া থাকে, পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থ আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম, আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করুক। জ্ঞানাধার ভগবান হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া, আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ পথ দিয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউন।' (ঋ—৪৯সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডল। উনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বং।

তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ॥ ২॥

পদ পাঠ।

সুঽপেশসং। সুঽখং। রথং। যং। অধিঽঅস্থাঃ। উষঃ। ত্বং।

তেন। সুঽশ্রবসং। জনং। প্র। অব। অদ্য। দুহিতঃ। দিবঃ॥ ২॥

সংস্কৃতানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দিবঃ' (সত্ত্বভাবাৎ সঞ্জাতে) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি।) 'রথং' (প্রসিদ্ধং, সর্ব্ববিদিতং) 'সুপেশসং' (শোভনরূপোপেতং, ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপকং) 'সুখং' (সুখপ্রদং, শান্তিপ্রদং) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) ত্বং অধাস্থা' (ত্বং অধিতিষ্ঠসি); 'তেন' (সৎকর্ম্ম-রূপযানেন—আগত্য ইতি যাবৎ) 'অদ্য' (নিত্যং, প্রতিদিনং) 'সুশ্রবসং' (যাগাদিসুকর্ম্মযুতং) 'জনং' (লোকং, উপাসকং) 'প্র' (সমন্তাৎ) 'প্রাব' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষ)। হে দেবি! অস্মাকং সৎকর্ম্মণা সহ মিলিত্বা অস্মান্ রক্ষ ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৯সূ ২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব হইতে সঞ্জাত হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! সর্ব্ববিদিত ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্ত শান্তিপ্রদ সৎকর্ম্ম-রূপ যে যানে আপনি অবস্থিতি করেন; তদ্দ্বারা আগমন-পূর্ব্বক প্রতিদিন যাগাদিসুকর্ম্মযুত অর্চ্চনা-কারীকে সর্ব্বথা প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—হে দেবি! আমাদিগের সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।)॥ (১ম—৪৯সূ—২ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। ত্বং যং রথমধ্যাস্থাঃ। অধিতিষ্ঠসি। কীদৃশং রথং। সুপেশসং। শোভন-বয়বং শোভনরূপযুক্তং বা। পেশ ইতি রূপনামেতি যাস্কঃ। যদ্বা শোভনহিরণ্যযুক্তং। পেশঃ কৃশনমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। সুখং। শোভনেন খেনাকাশেন যুক্তং। বিস্তৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা সুখহেতুভূতং। অথবা সুখমিতি ক্রিয়াবিশেষণং। সুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। হে দিবো দুহিতঃ দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্ন উষোদেবতে তেন রথেনাস্মিন্‌কালে সুশ্রবসং শোভনহবির্যুক্তং জনং যজমানং প্রাব। প্রকর্ষেণ গচ্ছ॥

সুপেশসং। পিশ অবয়বে। অস্মাদসুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ পেশসশব্দঃ। শোভনং পেশ যস্যাসৌ সুপেশাঃ আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ ছন্দসীত্যুত্তরপদ আদ্যুদাত্তত্বং। অধাস্থাঃ। তিষ্ঠতেশ্ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্তমানে লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্‌। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদ-নিঘাতঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। তেনা অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুশ্রবসং। শ্রব ইত্যন্ননাম শ্রূয়ত ইতি সত ইতি যাস্কঃ। সুপেশসমিতিবদুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং। অব। অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্তিত্যুক্তত্বাদত্রাবতির্গত্যর্থঃ। দুহিতর্দিবঃ। পরমপি ছন্দসীতি ষষ্ঠস্য পূর্বামন্ত্রিতাঙ্গভাবে সতি পদদ্বয়সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্বানুদাত্তত্বং॥ ২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ। আপনি যে রথ মধ্যে স্থিত হইয়াছেন, সেই রথ কি প্রকার? সুন্দর অবয়ব-বিশিষ্ট (যাস্ক বলিয়াছেন পেশ ইহা রূপের নাম), অথবা শোভনহিরণ্যযুক্ত (পেশ-কৃশন সুবর্ণ নাম মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে) স্বীয় আকাশযুক্ত অর্থাৎ বিস্তৃত, অথবা সুখহেতুভূত, অথবা (সুখ ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ) সুখে স্থিত ইহাই তাৎপর্য্য। হে দ্যুলোকোৎপন্ন উষাদেবতে! সেই রথে আরোহণ করিয়া শোভনহবির্যুক্ত যজমানের নিকট প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন।

সুপেশসং। অবয়বার্থক 'পিশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পিশ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্ব' হেতু পেশস শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শোভন সুন্দর হইয়াছে 'পেশ' যাহার—এই বাক্যে 'সুপেশাঃ' পদ হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অধাস্থাঃ। 'তিষ্ঠতি' এই 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্‌' এই নিয়মানুসারে বর্তমানকালে 'লুঙ' বিভক্তিতে 'গাতিস্থা' এই নিয়মানুসারে 'সিচে'র লুক্‌ হইয়াছে। 'অট্‌' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'তিঙি চোদাত্তবতী' এই নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্ত হইয়াছে। তেনা। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। সুশ্রবসং। 'শ্রব' ইহা অন্নের নাম। যাস্ক কহিয়াছেন, শুনা যায়—এই অর্থে 'সতঃ' পদ হয়। 'সুপেশসং' এই পদের ন্যায় উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অব। 'অবরক্ষণগতি-প্রীতিতৃপ্তি' এই সকল অর্থের উক্তি হেতু এস্থলে 'অব' অর্থ 'গতি'। দুহিতর্দিবঃ। 'পরমপি ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠ্যন্তের পূর্বে আমন্ত্রিতাঙ্গভাব প্রাপ্ত হওয়ায় পদদ্বয়-সমুদায়ের অষ্টমিক নিঘাত ও সর্বানুদাত্তের অনুদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪৯৭—২য়)।

দ্বিতীয় (৫৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত যে কয়েকটি শব্দ ঋকের ভাববিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে, সে কয়েকটি শব্দের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'রথং', 'সুপেশসং', 'সুশ্রবসং', 'অদ্য', 'দুহিতর্দ্দিবঃ',—এই কয়েকটি শব্দ উপলক্ষে মন্ত্রের বিভিন্ন ভাব আনয়ন করা যাইতে পারে। ঐ কয়েকটি শব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট এক দিনের (অদ্য) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; রথের (রথং) কথা উঠিয়া থাকে, এবং রথখানি যে সু-অবয়ব সম্পন্ন (সুপেশসং) তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দুহিতর্দ্দিবঃ' পদে উষাকে স্থানবিশেষের সন্ততি বলিয়া কল্পনা করা যায়; এবং 'সুশ্রবসং' পদে কেবল যজ্ঞকারীদিগকে বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, সমস্যামূলক ঐ সকল পদের বিষয় আমরা যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে মন্ত্রের যাহা ভাব হয়, এখানে মাত্র তাহাই প্রখ্যাপন করিতেছি। সে ভাব এই যে—'হে জ্ঞানদাত্রি দেবি! আপনার কৃপায় আমাদের কর্ম্ম সদ্ভাবাপন্ন হউক, আর সেই সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ হউন; তাহাতে, আপনার অধিষ্ঠানে, আমরা যেন রক্ষা পাই।' (১ম—৪৯সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জ্জুনি।

উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবোঽন্তেভ্যস্পরি॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ঃ। চিৎ। তে। পতত্রিণঃ। দ্বিঽপৎ। চতুঃঽপৎ। অর্জুনি।

উষঃ। প্র। আবন্। ঋতূন্। অনু। দিবঃ। অন্তেভ্যঃ। পরি॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্জুনি' (সংস্কারকারিণি, সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'তে' (তব) 'ঋতূ' (ঋতূন আগমনানি) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'দ্বিপৎ' (মনুষ্যাদিকং) 'চতুষ্পৎ' (পশ্বাদিকং) 'পতত্রিণঃ' (পক্ষিণঃ) 'চিৎ' (চ, প্রত্যয়ঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'বয়ঃ' (বলং) প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ; অপিচ, তে সর্ব্বে 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'অন্তেভ্যঃ' (সীমান্তাঃ সামীপ্যম ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রাবন্' (প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি) [illegible] প্রাণিনাং [illegible] জ্ঞানদেবতা ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূতা ভবতি; জ্ঞানপ্রভাবেন প্রাণিনঃ ঊর্দ্ধগতিং লভন্তে। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৯সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সংস্কারকারিণি (সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! আপনার আগমন অনুসরণ করিলে, মনুষ্য পশু ও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ বল প্রাপ্ত হয়; আরও, তাহারা সকলে স্বর্গলোকের সীমান্তভাগে (নিকটে) প্রকৃষ্টরূপে প্রয়াণ করে। (ভাব এই যে,—সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানদেবতার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়; জ্ঞানপ্রভাবে প্রাণিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে।)॥ (ম—৯সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অর্জুনি শুক্লবর্ণে উষঃ। উষোদেবতে তে তব ঋতূঁরনুগমনান্তনুলক্ষ্য দ্বিপৎ দ্বিপাৎ মনুষ্যাদিকং চতুষ্পৎ গবাদিকং তথা পতত্রিণঃ পতত্রবন্তঃ পক্ষোপেতা বয়শ্চিৎ পক্ষিণশ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শুক্লবর্ণ উষদেবতে! আপনার গমনকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিপদ মনুষ্যাদি চতুষ্পদ গবাদি এবং পক্ষযুক্ত পক্ষীসমূহ আকাশের প্রান্তভাগ হইতে উপর দিকে গমন করে।

দিবোঽস্তেভ্যো আকাশপ্রান্তেভ্যঃ পর্যুপরি প্রাপ্নন্। প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি। রাত্রাবন্ধকারেণাভিভূতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তদাগমানন্তরং চেষ্টাবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ॥

পতত্রিণঃ পত্লৃ গতৌ। পতত্যনেনেতি পতত্রং। অমিনক্ষীণাদিনা ত্রন্প্রত্যয়ঃ ততো মত্বর্থীয় ইনিঃ। দ্বিপৎ। দ্বৌ পাদাবস্যেতি। সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য। পা০ ৫।৪।১৪০ ইতিপাদশব্দস্যান্তলোপঃ সমাসান্তঃ। অরুষ্মরাদিত্বেন তত্ত্বাৎ। পাদঃ পৎ। পা০ ৬।৪।১৩০ ইতি পদভাবঃ। দ্বিত্রিভ্যাং পাদন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ। পা০ ৬।২।১৯৭। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং চতুষ্পৎ। চত্বারঃ পাদা অস্য। স্বরবাতিরিক্তং পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ইণঃ ষ ইত্যনুবৃত্তাবিহ্রুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য। পা০ ৮।৩।৪১। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। চ পরত্বেনাস্য সিদ্ধত্বাৎ কুপ্বোঃ ক পৌ চ। পা০ ৮।৩।৩৭। ইত্যুপধ্মানীয়াদেশঃ শঙ্কনীয়ঃ। যেন নাপ্রাপ্তিন্যায়েন তস্যাপবাদত্বাৎ। অপবাদস্য পরমপি পূর্ব্বং বাধত এবেতি বৃত্তাবুক্তং আরন্। ঋ গতৌ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙি সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চেতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি গুণ ইতি গুণঃ। আডাগমঃ। ঋতুন্। ঋ গতৌ। অস্মাদৌণাদিকোঽতাবে কুপ্রত্যয়ঃ। অনুল্লঙ্ঘণে। পা০ ১।৪।৮৪। ইত্যনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং।

রাত্রিকালে অন্ধকারে অভিভূত প্রাণিগণ আপনার আগমনের অনন্তর কায়িক ব্যাপারে অর্থাৎ কার্য্যে লিপ্ত হয়।

পতত্রিণঃ। গত্যর্থক 'পত্লৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পতিত হয় ইহার দ্বারা—এই বাক্যে 'পতত্রং' পদ হয়। 'অমিনক্ষী' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ত্রন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তদুত্তর মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে। দ্বিপৎ। দুই পদ আছে ইহার—এই বাক্যে 'সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য' (পা০ ৫।৪।১৪০) এই সূত্রে পাদশব্দের অন্তলোপ ও সমাসান্ত হইয়াছে। 'অরুষ্মরাদিত্বেন তত্ত্বাৎ' এই নিয়মে তত্ত্ব হেতু, 'পাদঃ পৎ' (পা০ ৬।৪।১৩০) এই সূত্রানুসারে পদ্ আদেশ আদেশ হইয়াছে। 'দ্বিত্রিভ্যাং পাদন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ (পা০ ৬।২।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। চতুষ্পৎ। চারিটী পাদ ইহার। স্বর ভিন্ন পদসাধন-প্রণালী পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'ইণঃ ষঃ' (পা০ ৮।৩।৩৯) এই সূত্রের অনুবৃত্তি বিষয়ে 'ইহ্রুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য' (পা০ ৮।৩।৪১) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। চতুষ্পৎ এই পদের 'প'কার পরবিদ্ধত্বহেতু 'কুপ্বোঃ ক পৌ চ' (পা০ ৮।৩।৩৭) এই সূত্রানুসারে উপধ্মানীয় আদেশের আশঙ্কা করিতে পারা না, কেন-না 'যেহেতু অপ্রাপ্ত-বিষয়ে যে বিধি উক্ত হয় সে তাহার বাধক হয়'—এই নিয়মানুসারে বিসর্গের স্থানে 'স' প্রাপ্তির ইহা অপবাদ-বিষয়। অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধির পরবর্ত্তী বিধিকে বাধ করে—বৃত্তিতে এইরূপ উক্তি আছে। আরন্। গত্যর্থ 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান লুঙ্' বিভক্তিতে, 'সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'চ্লেরঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' এই নিয়মানুসারে গুণ হইয়াছে। 'অট্' আগম হইয়াছে। ঋতুন্। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋ' ধাতুর উত্তর ভাবে 'ঔণাদিক 'কু' প্রত্যয় হইয়াছে। অনুল্লঙ্ঘণে' (পা০ ১।৪।৮৪) এই সূত্রে 'অনু'র কর্ম্ম-

কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে। পা০ ২.৩.৮। ইতি দ্বিতীয়া। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিক পূর্ব্বস্য তু বেতি রোঃ পূর্ব্বস্য বর্ণস্য সানুনাসিকত্বং। দিবঃ। উঃ চূর্দ্দমিতি বিসর্জ্জনীয়স্য উত্বং। অন্তেভ্যঃ। পঞ্চম্যাঃ পরাবধার্থ ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৫৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটির পদবিন্যাস একটু জটিলতা-সম্পন্ন। একটি মাত্র ক্রিয়াপদ আছে—'প্রারন্' অর্থাৎ 'গমন করে'। কিন্তু কোথায় গমন করে? তাহার উত্তর 'দিবঃ অন্তেভ্য পরি'। এখানে 'প্রারন্' পদের পূর্ব্বরূপ (গমন করে) অর্থে ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'দিবঃ' পদে 'আকাশের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে সকলেরই অর্থের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'দ্বিপদ মনুষ্যগণ, চতুষ্পদ পশুগণ, এবং পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ আকাশের সীমান্তে গমন করে।' কেবলমাত্র পক্ষীর সম্বন্ধে ঐ উক্তি প্রযুক্ত হইলে, আপত্তির বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্য এবং চতুষ্পদ পশুরা উষার উদয় মাত্র কি করিয়া আকাশের প্রান্তভাগে উঠিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং প্রচলিত ঐ প্রকার অর্থ সঙ্গত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। কেহ কেহ আবার, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সম্বন্ধে একটি 'গচ্ছতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন; এবং 'প্রারন্' ক্রিয়াপদটিকে পক্ষিগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত করিয়াছেন; আর 'দিবঃ 'অন্তেভ্যঃ পরি' অংশকে তৎসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ভাব রক্ষা হয় বলিয়া মনে করি না। পক্ষিগণ যে কেবল উষাকালেই আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে, দিবাভাগের অন্য সময়ে যে আকাশে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় না, তাহা নহে; সুতরাং ঐ প্রকার অর্থ পরিহার করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

প্রবচনীয় হইয়াছে। 'কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে' (পা০ ২.৩.৮) এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হইয়াছে। সংহিতা-বিষয়ে 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' এই নিয়মানুসারে 'ন'কারের রুত্ব হইয়াছে। 'অত্র অনুনাসিক পূর্ব্বস্য তু চ'—এই হেতু, 'র'র পূর্ব্ব-বর্ণের অনুনাসিকত্ব হইয়াছে। দিবঃ। 'উঃ চূর্দ্দং' এই নিয়মানুসারে বিসর্জ্জনীয় উত্বাদেশ হইয়াছে। অন্তেভ্যঃ। 'পঞ্চম্যাঃ পরাবধার্থে' এই নিয়মানুসারে [illegible] 'সত্ব' হইয়াছে। (১ম—৪৯সূ—৩ঋ)।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পশুপক্ষী ও মনুষ্য—সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞান বিদ্যমান্ আছে। অদৃষ্ট কর্ম্মফল স্বীকার করিতে হইলে, কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় অস্বীকার না করিলে, প্রাণিমাত্রের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে; আর, তদ্বিষয় অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসে।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে আমরা মন্ত্রটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 'বয়ঃ' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে 'বল' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ('অর্জ্জুনি' হইতে 'বয়ঃ' পর্য্যন্ত অংশে) এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং মন্ত্রের শেষাংশে ('দিবঃ' হইতে 'প্রারন্' পর্য্যন্ত অংশে) আর এক ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। জ্ঞান যাহারই মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হউক, সেই বল ('বয়ঃ') প্রাপ্ত হয়; আর, সেই ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। পুরাণে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পুরাণে এতদ্দৃষ্টান্তের অবধি নাই যে, কর্ম্মফলে কত জন কত যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জড়ভরত প্রভৃতির প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা যায়। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ প্রভৃতির এবং ভগবানের অবতার-গ্রহণের বিষয়ও এ পক্ষে উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—জ্ঞানের উন্মেষই সকলের সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের হেতুভূত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত উষাদেবতার সম্বোধনসূচক 'অর্জ্জুনি' পদটি মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ পদ 'অর্জ্জ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—সংস্কার বা পরিষ্কার করা। পাপের ক্লেদ যাহার অঙ্গে অঙ্গে সংলিপ্ত হইয়া আছে, তাহার সেই ক্লেদকে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী অপসারণ করিয়া দেন। তাই তাঁহার নাম—'অর্জ্জুনি' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা। তাঁহাকে শ্বেতবর্ণা বলা হইয়াছে কেন? অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভা বিস্তার করে, তৎসম্বন্ধেই [illegible] প্রযুক্ত হয়।

পাপের ক্লেদ-বশেই, অজ্ঞানতার মোহ-পঙ্কে পড়িয়াই, জীব বিভিন্ন গতি লাভ করে। 'অর্জ্জুনি'—সেই গতিরোধকারিণী। এইরূপ মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দই আমাদের পরিগৃহীত ভাবার্থের পোষকতা করে। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১ম—৪৯সূ— ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনং।

তাং ত্বামুষর্ব্বসূযবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত॥ ৪॥

পদ বিশ্লেষণং

বি২উচ্ছন্তী। হি। রশ্মি২ভিঃ। বিশ্বং। অ২ভাসি। রোচনং।

তাং। ত্বাং। উষঃ। বসু২যবঃ। গীঃ২ভিঃ। কণ্বাঃ। অহূষত॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ব্যুচ্ছন্তী (অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়ন্তী) ত্বং 'হি' (খলু) 'রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভি) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং জগৎ, প্রাণিজাতং) 'রোচনং' (প্রকাশযুক্তং, জ্ঞানালোকপ্লাবিতং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আভাসি' (সমন্তাৎ প্রকাশসে, প্রজ্ঞানসম্পন্নং করোষি ইতি ভাবঃ); তস্মাৎ 'তাং' (তাদৃশীং) 'ত্বাং' (দেবীং) 'বসুযবঃ' (পরমধনাকাঙ্ক্ষিণঃ) 'কণ্বাঃ' (মেধাবিনঃ, অকিঞ্চনাঃ, দীনাহিদীনাঃ—বয়মিতি ভাবঃ) গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'অহূষত' (স্তুবন্তি)। অজ্ঞাননাশিকে হে দেবি! ত্বং সর্ব্বেষাং অন্তরে স্বপ্রকাশো ভবসি। তাদৃশী ত্বং অকিঞ্চনান্ অস্মান্ কৃপাং কুরু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৯সূ—৪ক)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আপনার জ্ঞান-কিরণ-দ্বারা সংসারের সকল প্রাণিকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করেন; সেই জন্যই তাদৃশী গুণান্বিতা আপনাকে পরমধনাকাঙ্ক্ষী

মেধাবিগণ (অথবা, অকিঞ্চনগণ—আমরা) স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তব করেন (স্তব করি)। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশিকা দেবী সকলেরই অন্তরে আপনিই প্রকাশমানা হয়েন; সেই দেবী অকিঞ্চন আমাদিগকে কৃপা করুন)॥ (১ম—৪৯সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। বৃচ্ছন্তী তমো বর্জ্জয়ন্তী ত্বং রশ্মিভিঃ স্বকীয়ৈস্তেজোভির্বিশ্বং সর্ব্বং ভূতজাতং রোচনং রোচমানং প্রকাশযুক্তং যথা ভবতি তথাভাসি। আ সমন্তাৎ প্রকাশয়সি। হি যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং তাদৃশী ভবসি। যদ্বা কণ্বকামাঃ কণ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না বা মন্ত্রৈর্ত্বা স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। কণ্ব ইতি মেধাবিনাম। কণ্ব ঋষুরিতি তন্নামসু পাঠাৎ॥

আভাসি। ভা দীপ্তৌ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। রোচনং। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। চিত উদাত্তস্যান্তত্বং। বসুযবঃ। বসু ধনমাত্মন ইচ্ছন্নঃ। সুপ আত্মনঃ কাচ্। অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। কণ্বঃ। কণ শব্দার্থঃ। অশিপ্রীবলটিকণীত্যাদিনা কণ্ প্রত্যয়ঃ। নিঘাদাদ্যুদাত্তত্বং। অকৃণ্বত। হ্বেঞ্চ লুঙি হ্বঃ সম্প্রসারণবিধানমুবৃত্তৌ

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! আপনি তমো বর্জ্জন করিয়া স্বকীয় রশ্মিদ্বারা সমস্ত ভূতসমূহকে প্রকাশযুক্ত করিয়া সম্যকরূপে দীপ্যমান্ হইয়া থাকেন। যেহেতু আপনি এইরূপ, সেই হেতুই ধনপ্রার্থী মেধাবী ঋত্বিকগণ অথবা কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন। কণ্ব ইহা মেধাবিনাম। তন্নামসমূহ মধ্যে কণ্ব মেধাবী এইরূপ পাঠ আছে।

আভাসি। দীপ্ত্যর্থ 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু 'শপে'র লুক্ হইয়াছে। 'সিপে'র 'পিত্ত্ব'-হেতু অনুদাত্ত-বিধেয় ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'চিত' এই নিয়মানুসারে 'গতির' অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। রোচনং। দীপ্ত্যর্থক 'রুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ' এই নিয়মানুসারে 'যুচ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিত' এই সূত্রানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বসুযবঃ। আত্মসম্বন্ধে বসু অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে 'সুপ আত্মনঃ কাচ্' এই নিয়মানুসারে কাচ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োঃ' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। গীর্ভিঃ। 'সাবেকাচ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। কণ্বঃ॥ 'কণ' অর্থ শব্দ। 'অশিপ্রীবলটিকণী' এই নিয়মানুসারে 'কন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিঘাত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অকৃণ্বত। 'হ্বেঞ্চ' ইত্যুক্ত 'লুঙ' বিভক্তিতে হ্বঃ আদেশ এবং 'সম্প্রসারণ' এই নিয়মের অনুবৃত্তিহেতু

কঙ্কতং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বে হল ইতি দীর্ঘত্বং। চ্ছ্বোঃ শিচ্। একাচ ইতীট্ প্রতিষেধঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধের্নিত্যত্বাদ্‌গুণাভাবঃ॥ (১ম—৪২সূ—৪ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ষষ্ঠী বর্গঃ॥ ১।৪ ৬॥

• • •

চতুর্থ (৫৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

—§ • §—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে, ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম যে কি—তাহা উপলব্ধি হয় না। নিম্নে ঋকের দুইটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতে প্রার্থনা-পক্ষে এই ঋকে কি ভাব পাওয়া যাইতে পারে, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। সে অনুবাদ দুইটি এই;—

(১) "হে উষাদেবতে আপনি স্বীয় তেজঃ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন, অতএব কণ্ববংশীয় মেধাবী ঋত্বিক্ সকল আপনাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করেন।"

(২) "হে উষা। তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মি দ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর, কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচন দ্বারা স্তব করিয়াছে।"

উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই উষাকালের প্রতি লক্ষ্য আছে; সুতরাং প্রার্থনার মর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই। পরন্তু কি কারণে কি প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহারও ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিস্ফুট আছে বলিয়া মনে করি। তথাপি তদ্বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এই মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে, মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী শব্দের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ প্রথম আবশ্যক হইবে। সেই সূত্রে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'কুচ্ছন্তী,' 'রশ্মিভিঃ,' 'রোচনং,' 'আভি' 'বসূয়বঃ' ও 'কণ্বাঃ' প্রভৃতি পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হওয়া প্রয়োজন। তাহাতেই মন্ত্রার্থ

'কঙ্কতং ছন্দস' এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'পরপূর্ব্বত্বে হল্' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'চ্ছ্বোঃ শিচ্' এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' প্রত্যয় হইয়া একা চ' এই সূত্রে 'ইট্'র প্রতিষেধ হইয়াছে। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু 'গুণ' হয় নাই॥ (১ম—৪২সূ—৪ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪ ৬॥

বিশদ হইয়া আসিবে। ঐ সকল শব্দের, বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি; আবারও কিছু বলিতেছি। 'ব্যুচ্ছন্তী' পদের সাধারণ অর্থ 'তমোনাশ করিয়া।' কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদে অজ্ঞানতা-রূপ তমোনাশের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'রশ্মিভিঃ' পদে 'জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা' অর্থ আসে। 'রোচনং' পদে 'প্রকাশান্বিত করার' ভাব প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে 'জ্ঞান কিরণান্বিত' হওয়ার প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। 'আভাসি' পদে 'সমন্তাৎ প্রকাশ করার অর্থাৎ প্রজ্ঞান সম্পন্ন করার' প্রার্থনাই ব্যক্ত হয়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ("উষঃ ব্যুচ্ছন্তী" হইতে "রোচনং আভাসি" অংশে) ভাব দাঁড়ায়,—'হে দেবি। আপনি জীবের অজ্ঞানতা দূর করিয়া জীবকে জ্ঞান সম্পন্ন করেন।' এ পক্ষে, এই অংশ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশের "বসূনবঃ" পদে সাধনার ধনের কামনা প্রকাশ পায় নাই। উহাতে পরমধনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশমান্। "কণ্ব" পদে দ্বিবিধ অর্থে ভাবসঙ্গতি অব্যাহত থাকে। এতদনুসারে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'জীবের অজ্ঞানতা নাশ করাই যে দেবতার কার্য্য, সেই দেবতা আমাদিগকে কৃপা করুন।'

জ্ঞানদাত্রী দেবীর নিকট কোন্ প্রার্থনা সঙ্গত? যাহা সঙ্গত, সেই অজ্ঞানান্ধকার-নাশের এবং জ্ঞানালোক-প্রকাশের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান স্বতঃই মানুষের হৃদয়ে প্রকাশ পাইবার জন্য যত্নশীল হয়।—ইহা জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম্ম। মানুষ হেলায় জ্ঞানের সে উদ্বোধনায় উপেক্ষা করে। এখানে প্রার্থীর প্রাণে সেই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থী তাই যেন কহিতেছেন,—'দেবি! আপনি স্বতঃ-প্রকাশশীলা। আমাদিগের কর্ম্মসামর্থ্য তেমন কিছুই নাই যে, আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। আমাদিগের একমাত্র ভরসা,—আপনার সেই স্বতঃপ্রকাশশীলা মহিমা। অকিঞ্চন আমাদিগের এই স্তবে তুষ্ট হইয়া, আপনি সেই মহিমা বিস্তার করুন;—আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন।' এই ভাব এই প্রার্থনা লইয়াই মন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪৯সূ—৪খ)।